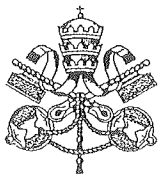

পোপীয় কাউন্সিল
আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্যে

খ্রীষ্টান এবং মুসলিমগণঃ
শান্তির কৃষ্টি সংগঠন করতে আহূত

রমজানের সমাপ্তি উপলক্ষে বাণী
ঈদুল ফিতর ১২৪৮/২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ

ভাটিকান শহর

প্রিয় মুসলিম বন্ধুগণ,

কিছুদিনের মধ্যে উদ্‌যাপিত হবে আপনাদের আনন্দপূর্ণ পর্ব ঈদুল ফিতর যা হল রমজানের দীর্ঘ একমাসব্যাপী রোজা ও প্রার্থনার সমাপ্তি। এই উপলক্ষ্যে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্যে পোপীয় কাউন্সিলের পক্ষে আমি বিশেষ আনন্দের সঙ্গে আপনাদের প্রতি জ্ঞাপন করছি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং উষ্ণতম শুভেচ্ছা। মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে এ মাস হল গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং ইহা প্রত্যেককে দান করে নতুন শক্তি তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের জন্যে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা প্রত্যেকেই যেন আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি সাক্ষ্য বহন করি। আর তা করব সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনার প্রতি সর্বদা আরো খাঁটি, আরো বিশ্বস্ত জীবন যাপনের মাধ্যমে। অর্থাৎ আমাদের ভাই-বোনদেরকে যথার্থ সেবা ক'রে এবং অন্যান্য ধর্মের সভ্যদের ও সদিচ্ছাপূর্ণ সকল মানুষের সঙ্গে ক্রমশঃ আরো গভীর সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ক'রে, যা প্রকাশ পাবে একসঙ্গে সাধারণ মঙ্গলের জন্যে কাজ করার ইচ্ছায়।

২। আমরা বর্তমানে যেরূপ অশান্ত সময়ে বাস করছি, তখন ধর্মীয় বিশ্বাসীদেরও কর্তব্য হল সর্বশক্তিমানের সেবকরূপে সর্বোপরি শান্তির পক্ষে কাজ করা। যে-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে সবর্ত্র প্রত্যেক মানুষের এবং সম্প্রদায়গুলোর বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক'রে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্বাধীনতার মাধ্যমে। ধর্মীয় স্বাধীনতাকে শুধু সহজ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পর্যবসিত করা যায় না। বরং ইহা হল বিবেকের স্বাধীনতার একটা অপরিহার্য দিক, যা হল সকল ব্যক্তির অধিকার এবং মানবাধিকারের ভিত্তি-প্রস্তর। এর জন্যে প্রয়োজন হল যেন মানুষের মধ্যে শান্তি ও সংহতির কৃষ্টি গ'ড়ে তোলা হয় যেখানে প্রত্যেকেই নিয়োজিত থাকবে ক্রমবর্ধমান ভ্রাতৃসুলভ সমাজ গঠন করতে। সে লক্ষ্যে সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করতে হবে সর্বপ্রকার সহিংসতা প্রত্যাখান করতে, এবং তদ্রূপ নিন্দা করতে ও প্রত্যাখান করতে হবে সহিংসতার প্রতি সকল আশ্রয়, যা কখনও ধর্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে পারে না, কারণ ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে মুদ্রিত ঈশ্বরের সাদৃশ্যকে আঘাত করে।

৩। ধর্মীয় বিশ্বাসীবর্গ হিসেবে আমাদের সর্বোপরি হতে হবে শিক্ষাদাতা, শান্তির, মানবাধিকারের এবং স্বাধীনতার যা সকলকে সম্মান করে। তাছাড়া নিশ্চিত করতে হবে দৃঢ় সামাজিক বন্ধন, কারণ কোন প্রকার বৈষম্য না ক'রে মানুষকে যত্ন নিতে হবে তার মানবীয় ভাই-বোনদের। জাতীয় সমাজ থেকে কোন ব্যক্তিকেই বাদ দেয়া যাবে না, তার গোষ্ঠী, ধর্ম বা অন্য কোন ব্যক্তিগত বৈশিষ্টের কারণে। বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সভ্যগণ হিসেবে আমরা সকলেই আহূত হয়েছি সকল মানুষকে সম্মান করার শিক্ষা সম্প্রসারণ করতে, যা হল সকল ব্যক্তি ও জনগণের মধ্যে ভালবাসার বাণী। আমাদের একটি বিশেষ কাজ হল এই মনোভাবে যুবক-যুবতীদের মন গঠন করতে হবে যারা হল ভবিষ্যৎ জগতের কর্ণধার। প্রথমতঃ পরিবারের, তারপর শিক্ষাদাতাদের, এবং নাগরিক ও ধর্মীয় কর্তৃপক্ষদের দায়িত্ব হল এইঃ ন্যায্য শিক্ষাদান প্রসারের প্রতি মনোযোগী হওয়া, এবং প্রত্যেককে উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর উপযুক্ত শিক্ষাদান করা। বিশেষভাবে তাদেরকে এই ধরনের নাগরিক শিক্ষাদান করতে হবে যার ফলে প্রত্যেক যুবক-যুবতী তার চতুঃপার্শ্বে বসবাসকারী সবাইকে ভাই ও বোন বলে বিবেচনা করবে, এবং প্রতিদিন তাদের সঙ্গে বাস করবে উদাসীনতার মনোভাব নিয়ে নয় বরং তাদের প্রতি থাকবে ভ্রাতৃ- ও ভগ্নিসুলভ মনোযোগ। অতএব সকল সময়ের চেয়ে এখনই বেশী জরুরী নতুন প্রজন্মকে মানবিক, নৈতিক ও নাগরিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়া, যা ব্যক্তিগত এবং যেকোন সাধারণ জীবনের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজন। সর্বপ্রকার অনিষ্টকর ঘটনার সুযোগকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে উপযুক্ত সময় ব'লে যখন যুবক-যবতীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে সমাজ জীবনে তাদের কাছ থেকে আমরা কি প্রত্যাশা করি। এখানে সমাজের এবং সমগ্র জগতের সাধারণ মঙ্গল বিপদের সম্মুখীন।

৪। সেই মনোভাব নিয়ে আমাদের বিবেচনা করতে হবে যে, ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খ্রীষ্টান ও মুসলিম জনগণের মধ্যে আরো তীব্রভাবে সংলাপ চালিয়ে যাওয়া, শিক্ষাঙ্গনে এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে। ফলতঃ সর্বশক্তি নিয়োজিত করা যাবে মানুষের ও মানবতার সেবায়, যাতে ক'রে যুব প্রজন্মসমূহ একে অন্যের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দলে বিভক্ত না হয়ে নিজেদেরকে গ'ড়ে তুলবে একই মানবজাতিতে প্রকৃত ভ্রাতা ও ভগ্নিরূপে। সংলাপ হল একটা হাতিয়ার যা আমাদের বের হয়ে আসতে সাহায্য করতে পারে অশেষ দ্বন্দ্ব এবং বহুবিধ উত্তেজনার অন্তহীন সর্পিল গতি থেকে, যা আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে বিরাজমান। ফলতঃ সকল মানুষ বাস করতে পারবে শান্তিতে ও প্রশান্তিতে এবং পারস্পরিক সম্মান ও সমঝোতার মধ্যে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমার গভীর আকাঙ্খা হল সবাইকে আহ্বান করতে উক্ত কাজের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হতে। তার ফলে সাক্ষাৎ ও সহভাগিতার মাধ্যমে এবং পরস্পরের প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ ক'রে খ্রীষ্টান ও মুসলিমগণ একসঙ্গে কাজ করবেন শান্তির জন্যে এবং সকল মানুষের জন্যে আরো কল্যাণকর ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলতে। তাহলে তারা বর্তমান যুব-সমাজের জন্যে যথার্থই হবেন একটি অনুসরণ ও অনুকরণ করার দৃষ্টান্ত। তবেই যুবক-যুবতীগণ সমাজ জীবনের মধ্যে পাবে একটা নতুন আস্থা এবং তারা সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করবে তাদের সমাজের অংশস্বরূপ হতে এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে সমাজকে রূপান্তরিত করতে। তখন শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত তাদের জন্যে হবে ভবিষ্যৎ আশার উৎস।

৫। আমার গভীর ইচ্ছা যা আপনাদের সঙ্গে সহভাগিতা করতে চাই তা হল এইঃ খ্রীষ্টান ও মুসলিমগণ যেন গ'ড়ে তুলেন ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বপূর্ণ এবং গঠনমূলক সম্পর্ক, যার ফলে বিশ্বাসী হিসেবে তাদের সাক্ষ্যদানের গুণের প্রতি তারা বিশেষভাবে মনোযোগী হবেন।

আমার প্রিয় মুসলিম বন্ধুগণ, পুনরায় আমি জ্ঞাপন করছি আমার উষ্ণতম শুভেচ্ছা আপনাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্ব উপলক্ষ্যে, এবং শান্তি ও দয়ার ঈশ্বরের কাছে আপনাদের সবার জন্যে আবদেন করছি সুস্বাস্থ্য, প্রশান্তি ও সমৃদ্ধি।

Jean-Louis Card. Tauran

প্রেসিডেন্ট

Pier Luigi Celata

সেক্রেটারী